নেই পাশে কেউ যার
সমাজসেবা আছে তার

সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান কর্মসূচি

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০২৪ বিপ্লবের চেতনার আলোকে বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে, সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমাজদর্শন ও উন্নয়ন কৌশলের প্রেক্ষিতে বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তরের রয়েছে অসংখ্য সাফল্যগাঁথা।

রূপকল্প (Vision): সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।
অভিলক্ষ্য (Mission): উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

জুলাই ২০২৪ পরবর্তী অর্জনসমূহ

- মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৫ সফলভাবে উদযাপন;
- ওয়াকাথন, মুক্ত আড্ডা, জুলাইকন্যা এবং ওয়াকাথনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সেলাই মেশিন বিতরণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত উপকারভোগীদের লাইভ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিটুপি পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অর্থ বিতরণ;
- জুলাই আন্দোলনে ২ হাজার ৪৫৮ জন আহত বীর যোদ্ধাকে ০২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০ টাকার চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, যা এখনো চলমান;
- মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক ৮৫টি শিশু পরিবারের নিবাসীদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ ও ইফতার আয়োজন;
- দরিদ্র রোগীদের কল্যাণে যাকাত, দান-অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজন;
- রোগীকল্যাণ সমিতিতে দান, অনুদান ও যাকাতের অর্থ করমুক্ত ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ;
- বিকাশ অ্যাপে রোগীকল্যাণ সমিতির ডোনেশন অপশন সংযোজন;
- দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব উদযাপন;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসমূহের জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক সমন্বিত নীতিমালা, ২০২৫ এবং প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম সমন্বিত নীতিমালা, ২০২৫ অনুমোদন;
- নারী ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে Women and Golden Citizen Trade Festival 2025 আয়োজন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিচালিত ৫৪টি কার্যক্রমের ক্যাটাগরিভিত্তিক তথ্য

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

- বয়স্ক ভাতা: উপকারভোগী ৬১ লক্ষ জন, জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৬৫০ টাকা এবং বাজেট ৪৭৯১.৩১ কোটি টাকা;
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা: উপকারভোগী ২৯ লক্ষ জন, জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৬৫০ টাকা এবং বাজেট ২২৭৭.৮৩ কোটি টাকা;
- প্রতিবন্ধী ভাতা: উপকারভোগী ৩৪.৫০ লক্ষ জন, জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৯০০ টাকা এবং বাজেট ৩৭৫২.০৮ কোটি টাকা;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি: উপকারভোগী ০.৮১ লক্ষ জন, বাজেট ৯২.৯৬ কোটি টাকা;
- হিজড়া জনগোষ্ঠী: উপকারভোগী ১৪ হাজার ১২৯ জন, বাজেট ১৩.০৫ কোটি টাকা;
- বেদে জনগোষ্ঠী: উপকারভোগী ১১ হাজার ৯৮৮ জন, বাজেট ১১.৫৮ কোটি টাকা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠী: উপকারভোগী ৯৯ হাজার ৪০২ জন, বাজেট ৮৬.১১ কোটি টাকা;
- চা শ্রমিক: উপকারভোগী ১.৪৩৫ লক্ষ জন, বাজেট ১১২.৩১ কোটি টাকা;
- ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী: উপকারভোগী ৩ হাজার জন, বাজেট ১২ কোটি টাকা;
- ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি: উপকারভোগী ৬০ হাজার জন, বাজেট ৩০০ কোটি টাকা;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী: উপকারভোগী ১২ হাজার জন, বাজেট ৪১.৫৬ কোটি টাকা;
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি: www.dis.gov.bd সফটওয়্যারে এন্ট্রিকৃত প্রতিবন্ধীব্যক্তির সংখ্যা ৩৬.৩৬ লক্ষ জন।

দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

- পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম: উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫.০৫ লক্ষ জন, বাজেট ৬৮৪.৯৩ কোটি টাকা;
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম: উপকারভোগীর সংখ্যা ১৩.৬১ লক্ষ জন, বাজেট ১৮৯.৮০ কোটি টাকা;
- শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম: উপকারভোগীর সংখ্যা ১ .৭৯ লক্ষ জন, বাজেট ১২৪.৭৯ কোটি টাকা;
- দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম: উপকারভোগীর সংখ্যা ১.৯৯ লক্ষ জন, বাজেট ৯৮.৫৩ কোটি টাকা;
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মোট কেন্দ্র ৮০টি, অনুমোদিত ২৩টি ট্রেডে ৩৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ৩.৫৮ লক্ষ জন তরুণ-তরুণী;
- আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যক্রম: উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৯ হাজার ৫২২ জন, বাজেট ২০.৭৩১৮ কোটি টাকা।

সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম: ইউনিট সংখ্যা ৫৩৮টি, মোট ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৩২৪ জন রোগীকে সেবা প্রদান;
- প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস: ইউনিট সংখ্যা ৭২টি, প্রবেশনার ২৬ হাজার ৯৩৮ জন, অব্যাহতি ১৪ হাজার ৯১০ জন এবং ডাইভারশন ৪ হাজার ৪৭৬ জন;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা: নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৭১ হাজার ১১৪টি, এর মধ্যে ৫ হাজার ৫৬২টি বেসরকারি এতিমখানা।

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন

- জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি: ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ হাজার ৯৩৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ৮ বিভাগে ৮টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ২৭ হাজার ৫০২ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ হাজার ১১৪ জন।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

- সরকারি শিশু পরিবার: ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে অনুমোদিত আসন ১০ হাজার ৩০০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ৭০ হাজার ৭২ জন;
- ছোটমনি নিবাস: ৬টি ছোটমনি নিবাসে অনুমোদিত আসন ৬০০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ১ হাজার ৭২৯ জন;
- দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র: দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র ১টি। অনুমোদিত আসন ৫০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ৮ হাজার ৫৬৮ জন;
- দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র: দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৩টি, অনুমোদিত আসন ৭৫০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ৭ হাজার ৮৬ জন;
- শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র: ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন ৬০০, এ পর্যন্ত পুনর্বাসিত/উপকৃত ৬২ হাজার ৮৯০ জন;
- ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা: ৪ হাজার ১৭১টি ইউনিটে উপকারভোগীর সংখ্যা ১.১৬৬ লক্ষ শিশু;
- সমন্বিত শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র: ১৭টি কেন্দ্রে ৩২টি ইউনিট, উপকারভোগী ১৮ হাজার ১৭১ জন ও পুনর্বাসিত ১৫ হাজার ৬০২ জন;
- চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিপি), ফেইজ-২: ২৬ জেলার ৫২টি উপজেলা এবং ১১ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কার্যক্রম চলমান;
- চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮": জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ২১.১৯ লক্ষ জনকে বিভিন্ন (শিশুদের নিরাপত্তা, উদ্ধার, নির্যাতন, শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ রোধসহ অন্যান্য) সেবা প্রদান।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

- সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র: ৬টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে অনুমোদতি আসন ১ হাজার ৯০০ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৫৯ হাজার ৭৮৬ জন;
- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র: ৬টি কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন ৬০০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ১ হাজার ৪৩৪ জন;

- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম): ৬টি কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন ৩০০, পুনর্বাসিত/উপকৃত ১৩ হাজার ৮৪ জন।

প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র (মিরপুর-১৪, ঢাকা): অনুমোদিত আসন ৭০ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৪ হাজার ৭৮১ জন;
- মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (রউফাবাদ, চট্টগ্রাম): অনুমোদিত আসন ৭৫ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৪৫৭ জন;
- সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (বরিশাল): অনুমোদিত আসন ১১০ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৫৪২ জন;
- সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (চাঁদপুর/ ফরিদপুর/সিলেট/ঝিনাইদহ): অনুমোদিত আসন ৪০০ এবং পুনর্বাসিত/ উপকৃত ৩ হাজার ১৯৮ জন;
- পিএইচটি সেন্টার (মিরপুর, ঢাকা/মুরাদপুর, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা): অনুমোদিত আসন ৫৮০ এবং পুনর্বাসিত/ উপকৃত ১০ হাজর ৪০৫ জন;
- সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (সকল জেলা): ৭৬টি ইউনিটে অনুমোদিত আসন ৭৬০ এবং পুনর্বাসিত/ উপকৃত ১ হাজার ৮৭৬ জন;
- জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (এনটিআরসিবি, টঙ্গী, গাজীপুর): অনুমোদিত আসন ৫০ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ১ হাজার ১৮৫ জন;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ, টঙ্গী, গাজীপুর): অনুমোদিত আসন ৮৫ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৪ হাজার ২৬০ জন;
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের গ্রামীণ পুনবার্সন উপ কেন্দ্র (আরআরসি, ফকিরহাট, বাগেরহাট): অনুমোদিত আসন ৩০ এবং পুনর্বাসিত/উপকৃত ৩৬৫ জন;
- ব্রেইল প্রেস (স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর): ৩০ হাজার ৫৩১ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল বই প্রদান;
- কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র (স্টেশন রোড, টঙ্গী, গাজীপুর): পুনর্বাসিত/উপকৃত ৩৬১ জন;
- এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ৬টি ইউনিটে অনুমোদিত আসন ৬০০ এবং পুনর্বাসিত/ উপকৃত ৩ হাজার ৭৪৬ জন।

রোহিঙ্গা শিশু সুরক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

কেইস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ১২ হাজার ৩২১ জন উচ্চঝুঁকি সম্পন্ন শিশু হতে ৯ হাজার ৪১৪ জন শিশুকে মাসিক ২০০০ টাকা হারে ১৮.৭৭ কোটি টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান।

ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প (সিটিএম)

স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান পরিষেবা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে অর্থ প্রদান। বিশ্বব্যাংক এ পর্যন্ত ২৭০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং এ এফ ডি হতে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো বাজেট সহায়তা হিসেবে প্রদান।

মেধাবৃত্তি

২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে সরকারি শিশু পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান শুরু হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৩২৪ জন এবং উচ্চতর স্তরে ২২১ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মেধাবৃত্তি বাবদ বাজেট সর্বমোট ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প

২০২৫-২৬ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯টি (জিওবি ৬টি, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ ৯টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৪টি) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাজেট ৫৮৪.৮৪ কোটি টাকা।

শান্তি নিবাস

সরকারি শিশু পরিবারের অভ্যন্তরে প্রবীণদের জন্য ৮ বিভাগে ৮টি শান্তি নিবাস রয়েছে, আসন সংখ্যা ২০০ জন।

বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি হাসপাতাল/সংস্থা থেকে ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উপকারভোগী ১৪ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪৪৮ জন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- যোগ্য উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করে G2P সিস্টেমে উপকারভোগীদের পছন্দের মাধ্যমে ভাতা প্রদান;
- উপকারভোগীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি টেকসইভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের সাথে আধুনিক ও বাজার চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;
- প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলোর সেবার মান উন্নত করে নিবাসীদের সমাজে পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আধুনিকায়ন করা এবং সমাজে ফিরে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য ফলো-আপ কার্যক্রম শক্তিশালী করা;
- সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যান্সার রোগী, তৃতীয় লিঙ্গ ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করা;
- প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবাপ্রদান সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে সকল সেবাকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আওতাভুক্ত করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- চলমান কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে সেগুলোকে আরও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মসূচিগুলোর মান উন্নয়ন করা;
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতার সাথে তহবিল সংগ্রহ ও সেবা প্রদান, স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং সেবার পরিধি বাড়িয়ে অসহায় রোগীদের সমন্বিত চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা।